সমবায় সমিতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

ইউনিট
5

ভূমিকা

শিল্প বিপ- বের ফলে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বেড়ে যাওয়ায় স্বল্পবিত্ত সম্পন্ন দরিদ্র শ্রেণির মানুষ চরম অসহায়ত্বের শিকার হয়। এ থেকে বাঁচতে নানান প্রচেষ্টার এক পর্যায়ে মানুষ নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাম্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নতুন যে সংগঠনের উদ্ভব ঘটায় তাই সমবায় সংগঠন নামে পরিচিত। ঐক্যই শক্তি এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত সমবায় সংগঠন ব্যবসায় জগতে নতুন ধারণা সৃষ্টির পাশাপাশি সমাজের এ শ্রেণির মানুষের মাঝে নতুন ভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। দ্রুত এই সংগঠন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ অধ্যায় থেকে আমরা সমবায় সমিতির ধারণা, বৈশিষ্ট্য নীতিমালা ও গঠন প্রণালী বাংলাদেশের সমবায় ব্যবসায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ
পাঠ- ৫.১ : সমবায় সমিতির ধারণা, বৈশিষ্ট্য, নীতিমালা ও গঠন প্রণালী
পাঠ- ৫.২ : বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির অবদান/গুরুত্ব
পাঠ- ৫.৩ : বাংলাদেশে সমবায় ব্যবসায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা
পাঠ- ৫.৪ : রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচিত

পাঠ-৫.১ সমবায় সমিতির ধারণা, বৈশিষ্ট্য, নীতিমালা ও গঠন প্রণালী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সমবায় সমিতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- সমবায় সমিতির নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সমবায় সমিতির গঠন প্রণালী সম্পর্কে বলতে পারবেন

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সমবায় সমিতি, স্বেচ্ছায়

সমবায় সমিতি

সমবায়ের শাব্দিক অর্থ হলো সমিতির উদ্যোগ বা প্রচেষ্টায় কাজ করা। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও চিন্তা থেকেই সমবায়ের উৎপত্তি। সাধারন অর্থে সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকজন নিজেদের কল্যাণের লক্ষে স্বেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে। একই ধরনের পেশায় নিয়োজিত কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে তখন তাকে সমবায় সমিতি বলে। এ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মূল শক্তি থাকে পারস্পারিক সমঝোতা সহযোগিতা ও সমতা বিধান।

সমশ্রেণী বা পেশাভুক্ত কতিপয় ব্যক্তি সমঝোতা, সহযোগিতা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করে তাকে সমবায় ব্যবসা বলে। এর প্রধান উদ্দেশ্য পারস্পারিক কল্যাণ সাধন, মুনাফা অর্জন নয়।

সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে কতিপয় নিম্ন ও মধ্যবিত্তের সমমনা ব্যক্তি নিজেদের আর্থিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা সমতার ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ করে, গণতান্ত্রিকভাবে উক্ত সংগঠনটি পরিচালনা করে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত সংগঠনের ঝুঁকি ও সূযোগ-সুবিধা ভাগ করে নিতে সম্মত হয়। সমবায় সমিতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো বিশে- ষণ করা হলো-

১. সাধারণত নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন সমমনা ও পেশার ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছামূলকভাবে এ জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলে। সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, মুনাফা অর্জন নয়।

২. ২০০১ সমবায় আইনে তিন ধরনের সমবায় সমিতির উলে- খ আছে। সেগুলো হলো-
   (ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতি, যার সদস্য সংখ্যা হবে ন্যুনতম ২০ জন একক ব্যক্তি এবং যাহার উদ্দেশ্য হবে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। সর্বাধিক সদস্যের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।
   (খ) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং উদ্দেশ্য হবে উক্ত সদস্য সমিতিগুলোর কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।
   (গ) জাতীয় সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে ১০ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, এবং উদ্দেশ্য হবে দেশব্যাপী উক্ত সদস্য সমিতিগুলোর কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

৩. সমবায় সমিতি সমবায় আইনে গঠিত একটি কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট সংগঠন যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে, উদ্দেশ্য পূরণে যে কোন ধরনের সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্ড়ান্ড়র করার এবং চুক্তি করার অধিকার থাকবে। সমিতির একটি সাধারণ সিলমোহর থাকবে এবং নিজ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং সমিতির নামেও অন্য কেউ মামলা দায়ের করতে পারবে।

৪. সমবায় সমিতির মূলধন সমমূল্যের কতকগুলো শেয়ারে বিভক্ত থাকে। সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য অন্তত একটি শেয়ার ক্রয় করে সমিতির সদস্য হতে পারবেন তবে কোনো সদস্য সমিতির মোট শেয়ার মূলধনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার ক্রয় করতে পারে না। সদস্যগণের দায় সাধারণত সীমিত ও শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ।

৫. ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সকল স্তরে সমবায় সমিতিকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। সকল শ্রেণির সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য সমিতির কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি মাত্র ভোট প্রয়োগের অধিকারী। উক্ত ভোট ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে প্রয়োগ করতে হয়, প্রতিনিধির মাধ্যমে কোনো ভোট দেওয়া যায় না।

৬. সমবায় আইন ২০০১ অনুযায়ী সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত বা অনুমোদিত না হলে কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতি তার নামের অংশ হিসেবে সমবায় বা Cooperative শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না। অর্থাৎ নিবন্ধন ব্যতীত 'সমবায়' শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অন্যান্য কারবারের সাথে সমবায়ের বেশ মিল থাকলেও কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

সমবায় সমিতির নীতিমালা

অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে ভিন্ন আদর্শ ও উদ্যেশ্য নিয়ে সমবায় সংগঠন গড়ে উঠে। সাধারণতঃ সমশ্রেণী ও সমপেশাভুক্ত, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন সমাজের মানুষেরা প্রখমত নিজেদের আর্থ সামাজিক কল্যাণের উদ্দ্যেশ্য বেশ কয়েকটি মুলনীতির উপর ভিত্তি করে এ ধরনের সংগঠন গড়ে তোলে। নিম্নে সমবায়ের নীতিগুলো আলোচনা করা হলো:

১. সমবায়ের প্রধান নীতিই হচ্ছে সমমনা, সমপেশা, ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমশ্রেণীর লোকদের একতা। মুলত: একতাই বল নীতির ভিত্তিতে এ ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়েছে।

২. সমবায়ের আর একটি নীতি হলো সাম্য বা সকলের সমান অবস্থান ও অংশগ্রহণ। এর সদস্যগণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে যেমনই হোক না কেন সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী।

৩. সমবায়ের আরেকটি নীতি ও মুল্যবোধ হলো সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমারা পরের তরে। অর্থাৎ পারস্পারিক সহযোগিতা । সদস্যদের পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব ও সহনুভূতি সমবায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখে। পারস্পারিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমবায়ের সাফল্যের চাবি কাঠি।

৪. সদস্যগণ সৎ ও আত্নত্যাগী না হলে সমবায় সফলকাম হতে পারেনা।

৫. সেবা সমবায়ের মূখ্য উদ্যেশ্য। সেবার মনোভাব না থাকলে জনগন ও সদস্যদের মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়।

৬. বন্ধুত্ব না থাকলে সমবায় চলতে পারেনা। সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক কন্ধুত্ব সমবায়ের ভিত মজবুত রাখ।

৭. সমবায়ের অন্যতম নীতি হলো শান্তি বজায় রাখে।

৮. সমবায়ের আর একটি নীতি হলো এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনা। সমবায় সমিতিতে সকলের ভোট প্রয়োগের অধিকার আছে এবং প্রত্যেকের একটি ভোট থাকে। শেয়ার মূলধনের পরিমান সদস্যদের মধ্যে কমবেশী থাকলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ ও মতামত প্রকাশে সকলের সমান সুযোগ আছে।

সমবায় সমিতির গঠন প্রণালী

পণ্য, সেবা উৎপাদন বন্টন ভোগ এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে ন্যায্য মুল্যের নিশ্চয়তা না থাকলে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয় না। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। সমবায় সমিতি আইন সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী একটি ব্যবসায় সংগঠন। এটি এমন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা সব সময় সমবায় আইনের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতিসমুহ ১৯৮৪ সালের সমবায় সমিতি অধ্যাদেশে এবং ১৯৮৭ সালের সমবায় বিধি অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। সমবায় সমিতি গঠনের প্রক্রিয়া নিম্নে দেয়া হলো:

ক. উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় ঃ প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করতে চাইলে সমমনা, সমশ্রেণী, সমপেশা ও সমমর্যাদা প্রাপ্ত বয়স্ক ন্যুন্যতম ২০ জন মানুষ স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে উদ্যোগ গ্রহন করতে হয়। এ সকর উদ্যোক্তা নিজেদের মধ্যে থেকে ৬ জনকে নিয়ে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি নিবন্ধনসহ সমবায় সমিতি গঠনের জন্য একটি উপবিধি তৈরী করে। উপবিধিতে সমবায় সমিতির নাম, ঠিকানা, উদ্যেশ্য, মুলধনের পুর্ণ বিবরণ, শেয়ারের মুল্যমান ও সংখ্যা, দেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি, উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা ও পদবী, এবং সমিতি পরিচালনার নিয়ম উল্লেখ থাকে। সমিতির জন্য একটি সিলমোহর তৈরী করতে হয়। সমিতি সসীমায় বিশিষ্ট হলে নামের শেষে লিঃ কথাটি লিখতে হয়।

খ. নিবন্ধন গ্রহণ পর্যায় ঃ এ বিধান সংশ্লিষ্ট এলাকার সমবায় অফিস থেকে নিবন্ধের জন্য আবেদন পত্র সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর আবেদন পত্র পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ও ফিসহ আবেদন পত্রটি নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়।

- সমিতির নাম ও নামের শেষে সমিতি কথাটি উল্লেখ থাকতে হবে।
- সমিতির সদস্যদের নাম : ঠিকানা ও দস্তগত
- সংযুক্ত দুই কপি উপবিধির নীতিমালা সংক্রান্ত দলিল।

- সমিতির সিলমোহরের নমুনা
- আবেদনপত্রটি আইন অনুযায়ী পুরণ করা হয়েছে এই মর্মে সম্পাদক ও উদ্যেক্তাদের দস্তখতকৃত ঘোষণা পত্র ইত্যাদি।
- এ সময় একজন নিবন্ধক আবেদন পত্রটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কাগজ পত্র ও নিয়মাবলীসহ সকল বিষয় সঠিকভাবে
- পাওয়া গেলে নিবন্ধক সমবায় সমিতির নাম তার নিবন্ধন বইতে তালিকাভুক্ত করেন এবং সমিতিকে নম্বর প্রদান করেন। এভাবে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

গ. কার্যারম্ভ পর্যায় ঃ নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর সমবায় সমিতি আইনগতভাবে অস্তিত্ব লাভ করে। নিবন্ধিত না হলে কোন সংগঠন সমবায় কথাটি ব্যবহার করতে পারবে না। নিবন্ধন প্রাপ্তির পর উক্ত সমিতির উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করতে পারবেন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশ সমবায় সমিতি ১৯৮৪ সালের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশে এবং ১৯৮৭ সালের সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সমবায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন তৈরী করতে কতগুলো আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ করতে হয়।
- পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা কোন কাজ করাকে সমবায় বলে।
- সমবায় সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো ইহা স্বেচ্ছামূলক সংগঠন এবং সমঅধিকারের ভিত্তিতে ইহা পরিচালিত হয়। সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা ইহা পরিচালিত হয়।
- কতকগুলো নীতির উপর ভিত্তি করে সমবায় গড়ে উঠে। নীতিগুলো হলো একতা, সাম্য, সততা, সহযোগিতা, মূল্যবোধ, বন্ধুত্ব, সেবার মনোভাব, গঠনতন্ত্র, সৎ ও আত্মত্যাগী।
- বাংলাদেশ সমবায় সমিতি ১৯৮৪ সালের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশে এবং ১৯৮৭ সালের সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সমবায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন তৈরী করতে কতগুলো আবশ্যকীয় স্বত্ব পূরণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোনটি সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য

ক) পারস্পারিক কল্যাণ সাধন খ) মুনাফা আইন
গ) জাতির কল্যাণ ঘ) নিজের অভাব মেটানো

২. সমবায়ের মাধ্যমে দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য পায় সমবায়ের-

ক) ক্রেতা খ) বিক্রেতা
গ) উৎপাদক ঘ) সবগুলি প্রযোজ্য

৩. সমবায়ের মাধ্যমে উপকৃত হতেপারে না-

ক) স্বল্পবিত্ত শ্রেণী খ) দরিদ্র কৃষক
গ) ক্ষুদ্র তাঁত শ্রেণী ঘ) মধ্যস্তত্ব ভোগী

৪. সদস্যের আর্থিক কল্যাণই সমবায় সমিতির

ক) মূল উদ্দ্যেশ্য খ) কোন উদ্দেশ্য নয়।
গ) গৌণ উদ্দ্যেশ্য ঘ) কৃত্রিম উদ্দ্যেশ্য

পাঠ-৫.২ বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির অবদান/গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায়, বিনিময়, মুনাফা,

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির অবদান/গুরুত্ব

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান, দারিদ্র এবং উন্নয়শীল একটি দেশ। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের এই দেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। পাক-ভারত উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলন যেভাবে শুর হয়েছিল ঠিক সেই ভাবে এর আদর্শ ধরে রাখতে পারেনি। এর প্রধান কারণ ছিল সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি। স্বাধীনতা লাভের পরও এদেশে সমবায় আন্দোলন জোরদার করা হয়েছিল। কিন্তু কার্যত এর সফলতা সন্তোষজনক নয়। এই ব্যর্থতার পেছনে শুধুমাত্র সমবায় সমিতিকে দোষারাপ করা যাবে না। শিক্ষার অভাব সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব, স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতি ইত্যাদি কারণে সমবায় সমিতির এই বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল সমস্যা সমাধানপূর্বক সমবায় সমিতির আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে যা প্রয়োজন তা হলো সমবায়ের নীতি অনুধাবন ও বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী গ্রহণ, প্রশিক্ষণের সুবিধা, ঋণ সুবিধা প্রদান, আইনগত জটিলতা ও সরকারি হস্তক্ষেপ নিরসন, সুষ্ঠ হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি। অনেক মহল মনে করতে পারে এদেশে সমবায় আন্দোলন সফল হবে না কোন দিনই। কিন্তু এসব ধারণা ভুল ও অবাস্তব। সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাবলম্বী হওয়ায় প্রকৃষ্টতম হচ্ছে বাংলাদেশ দুগ্ধ সমবায় ইউনিয়ন “মিল্ক ভিটা” এই সমবায় আন্দোলন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অবদানের ক্ষেত্রে উজ্জল স্বাক্ষর বহন করে। কৃষক সমবায় সমিতি, তাঁতী সমবায় সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে সুদূর পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নে সম্ভব হয়েছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অদমনীয় কর্মোদ্দামের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলো উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। আধুনিক শহরাঞ্চলেও আজকাল সমবায়ের মাধ্যমে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের বসতি ব্যবস্থাকে টেকসই অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির করণীয় কি বলে আপনি মনে করেন? নিচের ছকে ৫টি বাক্য লিখুন।	
	১. ২. ৩.	৪. ৫.

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠ-৫.৩ বাংলাদেশে সমবায় ব্যবসায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে সমবায় ব্যবসায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে সমবায় ব্যবসায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় এখনও দেশের শতকরা ৮০% ভাগ মানুষ কৃষি ও গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন পেশায় যেমনঃ কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, মৎষ চাষি, কামার, কুমার, জেলে ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প এবং বিভিন্ন ধরনের একমালিকানা ব্যবসায় যেমনঃ মুদি দোকান, দর্জি দোকান, ঔষধের দোকান, সবজি বিক্রির দোকান, সেলুন, চা বিক্রির দোকান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। অথচ তাদের বেশীর ভাগই স্বল্প ও নিম্ন আয়ের। ফলে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা যেমনঃ শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তাদের একার পক্ষে নিজেদের উন্নতি করা সম্ভব নয়। অন্য দিকে প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতি, মূলধনের স্বল্পতা, উন্নত সার, বীজ ও কীটনাশকের অভাব, খন্ড, খন্ড কৃষি জমি ইত্যাদি কারনে এ দেশের অর্থনীতির প্রাণ কৃষক ও কৃষি তাদের যথাযথ অবদান রাখতে পারছেনা। আবার নিজেদের মধ্যে একতা, সহযোগিতা ও আস্থা না থাকার কারণে বিভিন্ন দালাল শ্রেণীর লোকদের দ্বারা নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এ সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে সমবায় সংগঠন। সমমনা ও সমশ্রেণীর ঐ সকল গোষ্টী নিজেদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে নিজেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের উন্নয়নে ও অবদান রাখতে পারে। স্বাধীনতা পর থেকে দেশে অনেক সমবায় সমিতি সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যারা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নে ও অবদান রাখছে। কিন্তু দেশের এবং সমাজের তুলনায় যথেষ্ট নয়। সরকারী পৃষ্টপোষকতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে সকলকে বিশেষ করে যুবসমাজকে সমবায়ের দিকে উৎসাহিত প্রদান করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার কৃষকদেরকে সমবায় সংগঠন করার জন্য আপনি কীভাবে উৎসাহিত করতে পারেন?	পড়াশুনা শেষ করে কীভাবে নিজেকে সমবায় সংগঠন করতে উৎসাহিত করবেন ?
	• • •	• • •

সারসংক্ষেপ

সমবায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণমানুষের উন্নয়নের জন্য অতি জরুরী হলেও ইহার সমস্যা থাকে। যেমন, শিক্ষার অভাব, মূলধনের অভাব, দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব, নীতিমালা মানার অভাব প্রভৃতি এসকল সমস্যা দূর করার জন্য সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের সরকারি ও বে-সরকারি উদ্যোগে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ায় জরুরী। যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার প্রসার ব্যাপক প্রচারণা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ, প্রকাশনা বৃদ্ধি, সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

পাঠ-৫.৪ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচিতি বলতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়, রাষ্ট্র

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা

সাধারণ অর্থে সরকার কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। এরূপ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার ব্যক্তিমালিকানাধীন যে কোনো ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করতে পারে। সাধারণত দেশে অধিক শিল্পায়ন, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদের সুষম বন্টন ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ কিছু জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া দেশরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র নির্মাণ শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় বেশ কিছু ব্যবসায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য ব্যবসায়ের চেয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বেশকিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো বিশে- ষণ করা হলো।

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সাধারণত রাষ্ট্র প্রধানের অধ্যাদেশ বা জাতীয় সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে গঠিত হয়। তাছাড়া সরকারি অধ্যাদেশের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের মাধ্যমেও এরূপ ব্যবসায় গঠন করা যায়।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ড় থাকে ও সকল মূলধন সরকারই সরবরাহ করে থাকে। তবে সরকার কোনো কোনো অবস্থায় জনগণের নিকট আংশিক শেয়ার বিক্রি করতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন যোগানদাতা সরকার ও জনগণ।
- বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত হয় বলে এ জাতীয় ব্যবসায় কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী।
- অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো মুনাফা অর্জন বা বৃদ্ধি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য নয়। জনসেবা বা জনকল্যাণই এ জাতীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ের লাভ হলে তা সরকারি তহবিলে জমা হয় এবং জনকল্যাণে ব্যয় হয়। আবার লোকসান হলে তা সরকারকেই বহন করতে হয়।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য সরকারকে জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের পরিচিতি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর নতুন সরকার জনকল্যাণমুখী, সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেকগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক, আর্থিক ও বিমা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় মালিকানায়ও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। পরবর্তীতে অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিলেও এখনও অনেকগুলো রাষ্টীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের বেশ কিছু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের নাম ধরন ও সেগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীণ মন্ত্রণালয়ের নাম একটি তালিকায় দেওয়া হলো।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের নাম	ব্যবসায়ের ধরন	নিয়ন্ত্রকারী মন্ত্রণালয়ের নাম
• বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা	শিল্প	শিল্প
• বাংলাদেশ পাটকল শিল্প সংস্থা	শিল্প	শিল্প
• বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সেবা শিল্প	জ্বালানি ও খনিজ
• বাংলাদেশ ব্যাংক	ব্যাংকিং	অর্থ
• বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা	পরিবহন	যোগাযোগ
• বাংলাদেশ রেলওয়ে	পরিবহন	যোগাযোগ
• বাংলাদেশ পর্যটন সংস্থা	সেবা	বিমান ও পর্যটন
• বাংলাদেশ বিমান	পরিবহন	বিমান ও পর্যটন
• বাংলাদেশ অভ্যন্ড্রীণ নৌ পরিবহণ সংস্থা	পরিবহন	যোগাযোগ
• বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা	শিল্প	শিল্প
• বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা	সেবা	টেলিযোগাযোগ
• বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি	শিল্প	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
• বাংলাদেশ টেলিভিশন	সেবা	তথ্য
• বাংলাদেশ বেতার	সেবা	তথ্য
• তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	সেবা	জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয়
• জীবন বিমা কর্পোরেশন	জীবন বিমা	অর্থ
• সাধারণ বিমা কর্পোরেশন	সাধারণ	অর্থ

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করুন। • • •

সারসংক্ষেপ

- সাধারণত সরকার কর্তৃক, গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ব্যবসায় সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য জনকল্যাণ ?
ক) অংশীদারি খ) যৌথ মূলধনী
গ) রাষ্ট্রীয় ঘ) সমবায়

২। রাষ্ট্রীয় ব্যগনবসায়ের সমূদয় ঝুঁকি বহন করে কে ?
ক) জনগণ খ) সরকার
গ) শেয়ার হোল্ডার ঘ) পরিচালক

৩। নিচের কোনটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বহির্ভূত সংগঠন ?
ক) BKMEA খ) BRTC
গ) WASA ঘ) BTTB

৪। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুনাফা কোথায় জমা হয় ?
ক) ব্যাংকে খ) সরকারি কোষাগারে
গ) বিশ্ব ব্যাংকে ঘ) আইএমএফ

৫। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করার কারণ ?
i) মুনাফা অর্জন করা
ii) জনকল্যাণ সাধন নিশ্চিত করা
iii) পণ্যের একচেটিয়া প্রভাব রোধ করা
নিচের কোনটি সঠিক
(ক) i ও ii খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সফল হতে পারছেনা কারণ–
i) অদক্ষ ব্যবস্থাপনা
ii) বাজার সমস্যা
iii) দূনীর্তি ও স্বজনপ্রীতি
নিচের কোনটি সঠিক
(ক) i ও ii খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
সাদিয়া প্রতিদিন BRTC বাসে করে কলেজে আসে। সরকার কর্তৃক ভাড়ার অতিরিক্ত কোন ভাড়া তারা নেয়না। নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত যাত্রী তার বহন করেনা। নিয়মিত চলাচলকারী BRTC মানও বেশ ভাল। তাই সাদিয়া কোথাও যাওয়ার জন্য BRTC কে পছন্দ করে। একদিন পরিবহন ধর্মঘট হলে অন্যান্য পরিবহনের বাস বন্ধ থাকায় কলেজে তার অনেক বান্ধবী আসতে পারল না।

৭। সাদিয়ার পছন্দের BRTC কোন ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ?
ক) ব্যবসায় জোট খ) পাবলিক লিঃ কোম্পানি
গ) রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ঘ) সমবায় সংগঠন

৮। সাদিয়া BRTC কে পছন্দ করার প্রধান কারণ কোনটি ?
ক) জনকল্যাণ খ) সেবার মান ভাল
গ) দেখতে সুন্দর ঘ) শোভাবর্ধক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন: ১

টাঙ্গাইলের সখিপুর গ্রামের একজন দরিদ্র কৃষক মনু মিয়া। তার মতো আররও অনেক দরিদ্র কৃষক আছে যারা দরিদ্র আর কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করে। একদিন মনু মিয়ার সাথে উপজেলা কৃষি অফিসারের কথা হয়। তিনি তাকে একটি সমবায় সমিতি গঠনের বুদ্ধি দেন। তার কথামত মনু মিয়া গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের বুঝায় যে, তারা সমবায় সমিতি গঠন করলে বিভিন্ন সরকারী সুবিধা পাবে। অন্যান্য কৃষকগণ তার কথায় সায় দেয়। তারা গড়ে তোলে সখিপুর সমবায় সমিতি। সমবেত প্রচেষ্টায় উৎপাদন অনেক বেশী হয়। এখন তাদের ভাগ্যের কিছুটা হলেও পরিবর্তন এসেছে।

(ক) সমবায় সমিতি বলতে কি বুঝায় ?
(খ) সমবায় সমিতি গঠনে কোন জিনিষগুলো সবচেয়ে বেশী ভুমিকা পালন করে।
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত মনু মিয়া সমবায় সমিতি সম্পর্কে কৃষি অফিসারের সাথে কি পরামর্শ করেছিলেন ? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) কৃষকদের এই সমবায় সমিতি করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তান হয়েছে কি ? তা যুক্তি দিন।

সৃজনশীল প্রশ্ন: ২

মিনার স্কুল ছুটি হয়েছে। চট্রগ্রামে মামার বাড়ি যাবে। অনেকবারই বাসে গিয়েছে। এ বার তার ভাবনা অন্যভাবে যাবে। যথাসময়ে গিয়ে সরকারি গাড়িতে উঠলো। মনে হলো অনেকগুলো বাস একত্রে জোড়া দেয়া। এক গাড়ি আরেক গাড়িকে ওভারটেক করছে না। তাই ঝুঁকি বেশ কমই মনে হলো। তার পাশ দিয়ে সড়ক নির্মাণের কাজ হচ্ছে। কিন্তু কাজের গতি খুবই শম্বুক। অথচ সে ভারতে বেড়াতে গিয়েছিল। কত বড় বড় রাস্ত্মা। জায়গায় জায়গায় টোল দিতে হয়। বাবা বললেন আমাদের কাজ ঢিলেঢালা। আমাদের দরকার আন্তরিকতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্তি।

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কি ?
খ. বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বলতে কি বুঝায় ?
গ. মিনা সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের গাড়িতে চড়ে মামার বাড়ি যাচ্ছে ?
ঘ. বাবা নতুন রাস্ত্মা তৈরিতে যে ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা যৌক্তিতা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১ : ১. খ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪ : ১. গ ২. খ ৩. ক ৪.খ ৫.গ ৬. গ ৭. গ ৮. খ